62

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রশ্ন

সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন— স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি, অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়া কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, সেগুলো সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয়। কারণ কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস অনুসারে প্রয়োজনীয় বাংলা, ইংরেজী, অংক ও আরবী পাঠ দান করা হয় না।

সম্প্রতি একটি অবাস্তব খবর পাওয়া গেছে যে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গত ২৭-০৬-৯৩ ইং তারিখ শেরেবাংলা ও শহীদ স্মৃতি হলে ইমাম নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়, সেখানে প্রার্থীদের অবশ্যই আলিয়া মাদ্রাসা হতে চূড়ান্ত ডিগ্রীধারী (কামিল ২য় শ্রেণী) বা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বা বোর্ড হতে সমমানের পরীক্ষায় পাস চাওয়া হয়। উল্লেখ্য, 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা' শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত, বিধায় দাখিল- এসএসসি, আলিম- এইচএসসি, ফাজিল- ডিগ্রী, কামিলকে এমএ'র মান দেয়া হয়। এখানে চারটি বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সর্বোচ্চ কামিল ডিগ্রী লাভ করতে হয়।

পক্ষান্তরে কওমী মাদ্রাসা সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নয়। শুধু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে একটি সনদ প্রদান করে মাত্র।

দুঃখের বিষয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ইমাম নিয়োগ কমিটির জনৈক কর্মকর্তা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে কোনরূপ সামঞ্জস্য না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দাওরায়ে হাদীস (কওমী পাস) এক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদানে সহায়তা করেছেন। উক্ত ব্যক্তি দাওরা পাস কামিল সমমান এ ধরনের ভুল তথ্য প্রদান করে সরল মনা উর্ধ্বতন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের ধোঁকা দিয়েছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন, শহীদ স্মৃতি হলের নিয়োগকৃত ব্যক্তির দাওরায়ে হাদীসের সনদখানা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাকে নিয়োগদান করা হল— কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা।

—হাফেজ মোঃ বিলায়েত হোসেন,
প্রভাষক, কালনি সিনিয়র মাদ্রাসা,
গাজীপুর-১৭০০।